

শিক্ষার প্রদীপ হাতে এগিয়ে রাখাইন নারীরা

দারিদ্র্যতাসহ নানা প্রতিকূলতা জয় করে ছাব্বিশ বছরের তরুণী ছানিসে রাখাইন এখন ষ্প পুরণের প্রায় স্বারপ্রান্তে। আর মাত্র বছর খানেকের মধ্যে বরিশাল সরকারী বিএম কলেজ থেকে মাস্টার্স পাস সম্পন্ন হবে। ছানিসে রাখাইনের এখন আশা-পুলিশ অফিসার হওয়া। আর এর মধ্যে দিয়ে তাদের মতো পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মানুষদের আইনী

দুর্গম। যেতে হয় রামনাবাদ, আঙনমুখা, দাড়টিডার মতো উত্তাল কয়েকটি নদী আর সাগর পাড়ি দিয়ে। সেখানে পৌছাতে পুরো একটি দিন লেগে যায়। এখানকার রাখাইন জনগোষ্ঠীর মানুষরাই মূলত দক্ষিণাঙ্গলের একমাত্র আদিবাসী সম্প্রদায়। ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে সুদূর মিয়ানমার থেকে মানবিক ট্রাজেডি'র শিকার হয়ে ৫০ নৌকা যোগে দেড় শ' রাখাইন পরিবার উত্তাল



গলাচিপা : আলোকিত দুই রাখাইন তরুণী

-জনকণ্ঠ

অধিকার দিয়ে সামনে এগিয়ে নেয়া। পটুয়াখালী সরকারী কলেজে অনার্স পড়ুয়া বাইশ বছরের তরুণী শ্রাবণী রাখাইন হতে চান শিক্ষিকা। প্রত্যন্ত গাঁয়ের নিরক্ষর শিশুদের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়া তার অন্যতম লক্ষ্য। ঢাকার বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্সের ছাত্রী ফুয়ে রাখাইন হতে চান সরকারী কর্মকর্তা।

সাগরপাড়ের বড়বাইশদিয়া ইউনিয়নের অবহেলিত আদিবাসী রাখাইন সম্প্রদায়ের তরুণীরা এভাবেই এগিয়ে এসেছে শিক্ষার জগতে। হাজারও প্রতিকূলতা ডিসিয়ে এগিয়ে চলেছে ষ্প পুরণের পথে। বড়বাইশদিয়া ইউনিয়নের অবস্থান পটুয়াখালী জেলার সর্বশেষ দক্ষিণ প্রান্তে। দূরত্ব এক শ' কিলোমিটারের বেশি। পথটিও

বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালী বীপে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। সে সময় পুরো এ অঞ্চলটি সুন্দরবনের আওতাভুক্ত ছিল। পরিশ্রমী রাখাইনরা হিংস্র প্রাণী ও প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ নানা প্রতিকূলতাকে জয় করে জঙ্গলাকীর্ণ এ অঞ্চলকে বসবাস উপযোগী করে

গড়ে তুলেছিল। কয়েক দশক আগেও এ অঞ্চলের রাখাইনরা ছিল জন ও ধন সম্পদে সবচেয়ে দয়ালুশালী। কিন্তু এখন বেশিরভাগ পরিবার হতদরিদ্র। যে সব কারণে রাখাইন সম্প্রদায়ের মানুষ পিছিয়ে পড়েছে, তার অন্যতম হচ্ছে শিক্ষার অভাব। নিরক্ষরতার সুযোগে প্রভাবশালী প্রতিবেশীরা হাতিয়ে নিয়েছে রাখাইন সম্প্রদায়ের যথাসর্বস্ব। সময়ের বিবর্তনে এবং প্রয়োজনীয়তার নিরিখে রাখাইন সম্প্রদায়ের বর্তমান প্রকল্প এগিয়ে এসেছে শিক্ষা ক্ষেত্রে। বিশেষ করে তরুণীদের মাঝে শিক্ষাগ্রহণের এক অদৃশ্য প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে।

সরজমিনে হোঁজ খবর নিয়ে দেখা গেছে, বড়বাইশদিয়া ইউনিয়নের চারটি পাড়ায় বর্তমানে ৩০ রাখাইন পরিবার বসবাস করছে। এসব পরিবারের মোট লোকসংখ্যা আড়াই শ'য়ের কাছাকাছি। অধিকাংশ পরিবারই হতদরিদ্র। নুন আনতে পাতা ফুরানোর মতো অবস্থা। এর মাঝেও হাজার সমস্যা মোকাবেলা করে ৬০ জনের মতো তরুণ-তরুণী ও শিশু-কিশোর পড়াশোনা করছে। এর মধ্যে উচ্চমাধ্যমিক এবং তদর্ধ স্তরের শিক্ষাগ্রহণ করছে ১৬ তরুণী। আর বেশির ভাগ তরুণী উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছে অনেকটা নিজের পায়ের দাঁড়িয়ে। কানকুনিপাড়ার তরুণী ছানিসে রাখাইন বরিশাল বিএম কলেজে মাস্টার্স পড়ছেন সেখানে কয়েক ছাত্রছাত্রীকে পাইভেট পড়িয়ে। থানোছে রাখাইন বিবিএ পড়ছেন একইভাবে। শ্রাবণী রাখাইন নিজ ড়ির আশ্রিনায় রীতিমতো স্কুল খুলে বসেছেন। গাঁয়ের যে সব শিশুরা কখনই স্কুলের চৌকাঠে মাড়ানোর সুযোগ পায়নি, সে সব শিশুদের ধরে এনে দিচ্ছেন প্রাথমিক পাঠ। তারা শ্রাবণীর উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে। তারা যে যেমন পারছেন, শ্রাবণীকে অর্থ সহায়তা করছেন। এদিয়েই চলেছে শ্রাবণীর উচ্চশিক্ষা। একই পাড়ার লাখানসো রাখাইন ও মোমো রাখাইন কলাপাড়া মোজাহারউদ্দিন বিশ্বাস ডিগ্রী কলেজে পড়ছেন নিজবাড়িতে শাড়ি, লুঙ্গি, চাদর, তোয়ালে বুনো যে মজুরি পান, তা দিয়ে। রাঙ্গাবালী কলেজে এইচএসসি পড়ছেন ৬ তরুণী। যারা সকলেই বাড়িতে কোন না কোন অর্থনৈতিক কাজের সঙ্গে জড়িত। যেমন সুমি রাখাইন বাড়ির তাঁতে কাপড় বুনো বিক্রি করেন।

-শংকর শাল দাশ, গলাচিপা থেকে

ঘোষণা

মেয়েরা এখন আর পুতুল খেলে না। ছেলেরা খেলে না ডাংগুলি। হারিয়ে যাচ্ছে এসব খেলা। বিলুপ্তির পথে এমন সব খেলা নিয়ে সাজানো হবে আগামী সংখ্যা।